Learning Resource

Name of The Teacher: Prof. Soma Rani Kolian

Discipline: B.Sc (H)

Subject: Economics (General)

Semester: Sem II

Course code: GE2T: Introductory Macro-economics.

Topic: National Income Accounting.

ভূমিকা:

সমষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক চলগুলি হল দেশের মোট উৎপন্ন বা জাতীয় আয়, সাধারণ দামস্তর, নিয়োগস্তর ইত্যাদি, সমষ্টিবাচক অর্থনৈতিক চলগুলির পরিমাপ করা হয় জাতীয় আয়ের সাহায্যে,

ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টিগত বিষয় হল :
(a) নিয়োগ ও কর্মহীনতা, (b) মুদ্রাস্ফীতি, (c) বাণিজ্য চক্র, (d) বর্ধনশীল মুদ্রাস্ফীতি (e) আর্থিক বিকাশ এবং (f) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার এবং লেনদেনের উদ্বৃত্ত।

আয়ের চক্রাকার প্রবাহ

জাতীয় আয়ের হিসাবরক্ষণ দেশের মোট উৎপাদন ও আয়ের চক্রাকার প্রবাহের সূত্রের উপর নির্ভরশীল, আয়ের বৃত্তস্রোতের বিবরণটিতে দুটি সরলীকরণ নীতি জড়িত আছে, প্রথমত, প্রতিটি অর্থনৈতিক লেনদেনে বিক্রেতা বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক ততটাই অর্থ উপার্জন করে, যতটা ক্রেতা বা ক্রেতী ব্যয় করে, দ্বিতীয়ত, দ্রব্য বা সেবাসামগ্রীর স্রোত একদিকে এবং অর্থের স্রোত বা প্রবাহ অন্যদিকে প্রবাহিত হয়।

২.১ রেখাচিত্রে আমরা এমন একটি সরল অর্থব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছি যেখানে সরকার অনুপস্থিত এবং যেখানে বৈদেশিক বাণিজ্যের অস্তিত্ব নেই, এ ধরনের সমষ্টিগত অর্থব্যবস্থায় দুটি মূল উপাদান হল পরিবারগোষ্ঠী এবং ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ। আমরা অনুমান

Scanned with CamScanner

করে নিচ্ছি যে আমাদের এই কল্পিত অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদিত হয় ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং ওই উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করে পরিবারবর্গ, সুতরাং আমাদের এই সরলীকৃত অর্থব্যবস্থায় দু-ধরনের বাজারে দু-ধরনের লেনদেন ঘটে। একটি বাজার হল দ্রব্যের বাজার, যে বাজারে পরিবারগোষ্ঠী ক্রেতা এবং উৎপাদন সংস্থাগুলি বিক্রেতা হিসাবে কাজ করে।

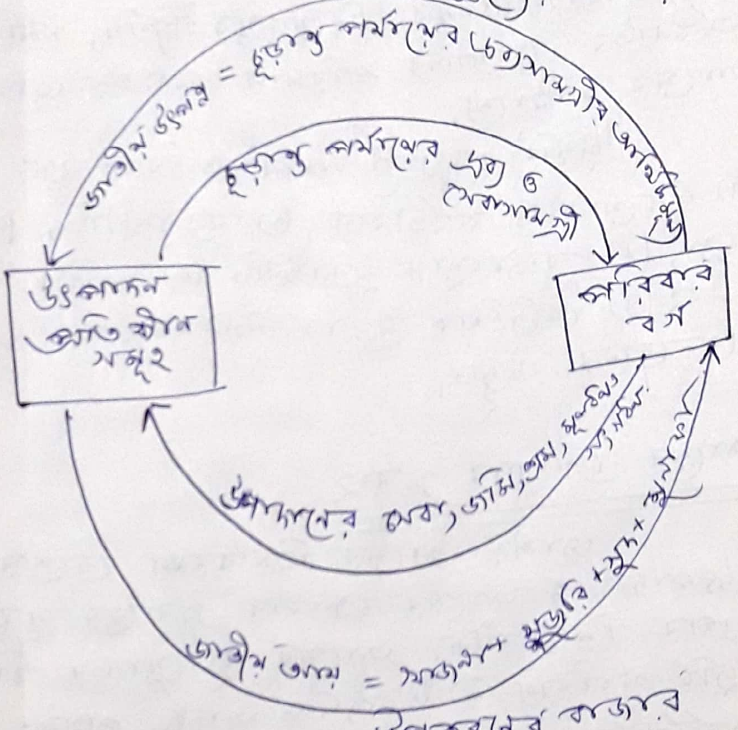

চিত্র ২.১: আয়ের বৃত্তস্রোত

২.১ চিত্রের ওপরের অংশে এই দ্রব্যের বাজার দেখানো হয়েছে, আর একটি বাজার হল উপকরণের বাজার, যে যেখানে পরিবারবর্গ উপকরণের জোগানদাতা এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি উপকরণগুলির ক্রেতা হিসাবে কাজ করে, চিত্রের নীচের অংশে উপকরণের বাজার দেখানো হয়েছে। প্রতিটি বাজারেই দুটি স্রোত প্রবাহিত হয়।

Scanned with CamScanner

দ্রব্যের বাজারে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর যোগান পরিবারবর্গকে দিয়ে থাকে, চিত্রে এই প্রবাহটি দক্ষিণাভিমুখী, পরিবারবর্গ ওইসব দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করে, এইসব দ্রব্যসামগ্রীর আর্থিক মূল্যকেই জাতীয় উৎপন্ন বলে, এই প্রবাহটি চিত্রে বাঁদিক অভিমুখী, অপরদিকে, উপকরণের বাজারে পরিবারবর্গ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোতে জমি, শ্রম ইত্যাদি উপাদানগুলির সেবা বিক্রি করে বিনিময়ে খাজনা, মজুরি ইত্যাদি আয় উপার্জন করে। উপাদান সেবার প্রবাহটি চিত্রে নীচের দিক থেকে দক্ষিণাভিমুখী এবং উপাদান সেবার দামের প্রবাহটি নীচের দিক থেকে বাঁদিকে অভিমুখী, উপাদান সেবার দামের যোগফলই হল জাতীয় আয়, এইভাবে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থেকে আয় পরিবারের দিকে এবং সেখান থেকে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের দিকে অর্থ ও দ্রব্যের প্রবাহ অবিরাম চলতে থাকে বলে একে আয়ের চক্রাকার প্রবাহ বলে, আয়ের বৃত্তপ্রবাহ থেকে এটা স্পষ্ট হল যে জাতীয় উৎপন্ন = জাতীয় আয়,

জাতীয় আয়ের তিনটি দিক:

(i) জাতীয় আয় ও জাতীয় উৎপন্ন হল প্রবাহ ধারণা, একটি নির্দিষ্ট সময়ে [সাধারণত এক বছর] দেশের যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে, এটি হল মোট উৎপাদনের দিক থেকে জাতীয় আয়,

(ii) যাবতীয় দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয় উৎপাদনের উপকরণের, উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী থেকেই উৎপাদনের উপাদানগুলোকে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসেবে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, সুতরাং জাতীয় আয়, উৎপাদনের উপাদানসমূহের সেবার দাম ও পারিশ্রমিকের সমষ্টিমাত্র, একে আয় সমষ্টির দিক থেকে জাতীয় আয় বলে,

(iii) তারপর, উৎপাদনের উপকরণগুলো তাদের পারিশ্রমিক লব্ধ অর্থ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, যেমন ভোগব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, করপ্রদান, বিদেশের পণ্য ক্রয় ইত্যাদি, আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ধরে নিচ্ছি যে উপাদানগুলো তাদের আয়ের একাংশ ভোগ করে ও অন্য অংশ সঞ্চয় বা বিনিয়োগ করে, সুতরাং জাতীয় আয় হল ভোগ ও সঞ্চয়ের সমষ্টিমাত্র। এটিই হল ব্যয়সমষ্টির দিক থেকে জাতীয় আয়,

জাতীয় আয়ের পরিমাপ পদ্ধতি:

কোনো দেশের জাতীয় আয়কে তিনটি দিক থেকে বিবেচনা করা যায় বলে জাতীয় আয়ের তিনটি পরিমাপ পদ্ধতি আছে, এগুলো হল: (i) সম্পূর্ণ উৎপন্ন সামগ্রীর সমষ্টি বা উৎপাদন শুমারি পদ্ধতি (ii) আয় পদ্ধতি বা আয় শুমারি পদ্ধতি (iii) মোট ব্যয় পদ্ধতি.

(i) সম্পূর্ণ উৎপন্ন সামগ্রীর সমষ্টি:

জাতীয় আয় পরিমাপের এই পদ্ধতিটি জাতীয় উৎপন্নের বিবরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই পদ্ধতিতে দেশে সারা বৎসরে যে-পরিমাণ সম্পূর্ণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদিত হয় তাদের আর্থিক মূল্যের সমষ্টির হিসাব করা হয়, এইভাবে আমরা মোট জাতীয় উৎপন্ন পাই,

কোন্ কোন্ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী মোট জাতীয় উৎপন্নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে:

প্রথমত: মোট জাতীয় উৎপন্ন গণনার সময় আমরা শুধুমাত্র সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর হিসাব নিই। যে সমস্ত দ্রব্য অর্ধ-উৎপন্ন সেই ধরনের দ্রব্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে দেশের মোট জাতীয় উৎপন্নের একটি অতিরঞ্জিত চিত্র পাওয়া যাবে, যা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না, জাতীয় উৎপন্নের প্রকৃত তথ্য পেতে হলে মূল্য-সংযোজন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে,

Scanned with CamScanner

(৭)

দ্বিতীয়ত: মোট জাতীয় উৎপন্ন হিসাব করার সময় বর্তমান বৎসরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করা হয়,

তৃতীয়ত: এমন কতকগুলি দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী আছে যা বাজারে লেনদেনের আওতায় আসে না, যেমন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষিরা নিজের উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যের সবটাই ভোগ করে, এই ধরনের দ্রব্য জাতীয় উৎপন্নের হিসাবে আনতে হবে,

চতুর্থত: দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদি উৎপাদনে মূলধনী দ্রব্যের, যেমন- যন্ত্রপাতি, কারখানা, গৃহ প্রভৃতির ক্ষয়ক্ষতি হয়, উৎপাদনকারীরা অব্যাহত রাখতে হলে এই ধরনের মূলধনী দ্রব্যের মেরামত প্রয়োজন, তাই মোট জাতীয় উৎপন্নের একাংশ থেকে মূলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অর্থ সরিয়ে রাখা হয়, সুতরাং দেশবাসী মোট জাতীয় উৎপন্নের সবটুকুই ভোগ করবে না,

মোট জাতীয় উৎপন্ন − অবচয়জনিত ব্যয় = নিট জাতীয় উৎপন্ন

বা, GNP − Depreciation = NNP

বা, GNP − D = NNP.

আয় পদ্ধতি:

এই পদ্ধতি অনুসারে জাতীয় আয় হল দেশের নির্দিষ্ট বৎসরে কোনো উৎপাদনের উপকরণগুলি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরিমাণ আয় উপার্জন করে তাদের সমষ্টি, উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় হল খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা, অতএব, জাতীয় আয় = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা,

কোন্ কোন্ আয় জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়:

প্রথমত: হস্তান্তর আয় জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে দেখা হয় না,

দ্বিতীয়ত: কোনো ব্যক্তি তার পুরানো বাড়ি বা বস্তু বিক্রি করে যে অর্থ উপার্জন করে, তা জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না,

তৃতীয়ত: মূলধনী লাভ জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা উচিত কিনা, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে,

চতুর্থত: মালিকের নিজস্ব জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উপাদান উৎপাদন কাজে নিযুক্ত হলে, তা

Scanned with CamScanner

বাজারে দরের হিসাবে অর্থমূল্যে রূপান্তরিত করে জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত,

সপ্তমত: বেআইনি কার্যাবলি থেকে ব্যক্তির আয় জাতীয় আয়ের হিসাবের বাইরে রাখা হয়,

উপর্যুক্ত দুটি পদ্ধতি জাতীয় আয় পরিমাপের বিকল্প পদ্ধতি, যে-পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হোক না কেন ফল একই হবে, অতএব মোট জাতীয় উৎপন্ন জাতীয় আয়ের সমান,

আবার, সরকারি ব্যয় মূল্য ধরে নিলে একটি নির্দিষ্ট বৎসরে দেশে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদিত হল তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিই মোট জাতীয় উৎপন্ন (GNP), আবার একটি নির্দিষ্ট বৎসরে দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়, সেই ব্যয়ের সমষ্টির দিক থেকেও মোট জাতীয় উৎপন্ন হিসাব করা হয়,

মোট ব্যয়ের দিক থেকে জাতীয় আয়ের পরিমাপ:

উৎপন্নসামগ্রী ক্রয়ের মোট ব্যয়কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: ভোগ্য দ্রব্যের জন্য ব্যয় (Consumption Spending বা সংক্ষেপে C), বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় (Investment Spending বা I) এবং সরকারি ব্যয় (Government Spending or G)। আমরা এখানে বৈদেশিক বাণিজ্য অনুপস্থিত বলে মনে করছি

মোট জাতীয় উৎপন্ন (GNP) $= C + I + G$

উন্মুক্ত অর্থব্যবস্থায় মোট জাতীয় উৎপন্নে আমরা রপ্তানি দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর (export বা সংক্ষেপে X) মূল্য যোগ করি এবং আমদানি দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর (import বা সংক্ষেপে M) মূল্য বিয়োগ করি, অতএব, বৈদেশিক বাণিজ্যজনিত লেনদেন জাতীয় আয়ের মধ্যে আনা হলে মোট জাতীয় উৎপন্ন হয়

$$GNP = C + I + G + (X - M)$$

এখানে $C + I + G + (X - M)$ হল মোট চূড়ান্ত ব্যয়,

জাতীয় আয় সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ:

মোট জাতীয় উৎপন্ন: একটি নির্দিষ্ট বছরে উৎপাদিত যাবতীয় দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর আর্থিক মূল্যসমষ্টির যোগফলই হল মোট জাতীয় উৎপন্ন, যেহেতু যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর আর্থিক মূল্য বাজার দামে হিসাব করা হয়, সেহেতু একে বাজার দামে বা চলতি দামে মোট জাতীয় উৎপন্ন (GNP at market prices or current prices) বলে, আবার, মোট জাতীয় উৎপাদনের এই হিসাবকে ব্যয়ের দিক থেকে দেখালে দেখা যায়- যে, $GNP = C + I + G$.

নিট জাতীয় উৎপন্ন বা বাজার দামে জাতীয় আয়:

উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিয়োজিত মূলধনি দ্রব্যের অবচয় ঘটে, মোট জাতীয় উৎপন্ন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ বিয়োগ দিলে আমরা নিট জাতীয় উৎপন্ন (net national Product or NNP) পাই,

$$NNP = GNP - D.$$

এই হিসাবটিকে আবার বাজার দামে বা চলতি দামে জাতীয় আয় বলে, মোট বিনিয়োগ থেকে মূলধন অবচয় বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ বাদ দিলে নিট বিনিয়োগ পাওয়া যায়, অতএব, নিট জাতীয় উৎপন্ন হল মোট বেসরকারি ভোগ্য, বেসরকারি নিট বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয়ের সমষ্টি

$$NNP = C + I_n + G,$$ I_n বলতে নিট বিনিয়োগকেই বোঝানো হয়েছে,

জাতীয় আয় বা উপাদান দামে জাতীয় আয়:

কর উৎপাদন শুল্ক হলে উৎপাদকদের আয়ের অংশ এর অংশ নয়,

অতএব বাজার দাম হল উৎপাদন ব্যয় ও পরোক্ষ করের সমষ্টি, তাই মোট বা নিট জাতীয় উৎপন্ন থেকে কর বাদ দিলে উৎপাদনের উপাদান ব্যয় বা উপাদান দাম পাওয়া যায়,

$$NI = NNP - T + S_u$$

অথবা, $NI = (GNP - D) - T + S_u$

এখানে NI বলতে জাতীয় আয়, T বলতে কর এবং S_u বলতে ভর্তুকিকে বোঝানো হয়েছে,

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন:

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন বলতে দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির মোট উৎপন্নের বাজারমূল্যকে বোঝায়, আর মোট জাতীয় উৎপন্ন বলতে ভারতের সমস্ত উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলির মোট উৎপন্নের বাজারমূল্যকে বোঝায়, মোট জাতীয় উৎপন্ন থেকে যদি বিদেশ থেকে অর্জিত সম্পত্তির খাতে নীট আয় বাদ দেওয়া হয় তাহলে আমরা মোট অভ্যন্তরীণ (gross domestic Product or GDP) পেয়ে থাকি,

GDP = GNP − বিদেশ থেকে অর্জিত খাতে নিট আয়,

দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্য ও সেবাসামগ্রীর ওপর ধার্য্য অর্থমূল্যকে বাজার দামে GDP বলে, উপাদান ব্যয়ে GDP-র (GDP at factor cost) ক্ষেত্রে ওই সমস্ত পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত উপকরণগুলির ব্যয়ের হিসাব করা হয়,

উপাদান ব্যয়ে GDP = বাজার দামে GDP $- T + S_u$

ব্যক্তিগত আয়: জাতীয় আয় ব্যক্তিগত আয়ের সমষ্টি হলেও দেশের সমস্ত ব্যক্তির প্রাপ্ত আয়, অর্জিত আয়ের তুলনায় কম হয়, এর কারণ ব্যক্তিকে তার অর্জিত আয় থেকে (i) প্রতিষ্ঠান কর (corporate tax or সংক্ষেপে T_c), (ii) প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় (undistributed corporate profit or সংক্ষেপে P_c) এবং (iii) সামাজিক নিরাপত্তা জনিত কর

Scanned with CamScanner

(social security taxes বা সংক্ষেপে T_S) প্রদান করতে হয়, আবার, হস্তান্তর পাওনা (transfer payment বা সংক্ষেপে T_R)

$$PI = NI - (T_C + P_C + T_S) + T_R$$

<u>ব্যয়যোগ্য আয়:</u> ব্যক্তিগত আয় থেকে সরকারীকে ব্যক্তিগত কর বা প্রত্যক্ষ কর (Direct tax or T_D), বিয়োগ দিলে আমরা ব্যয়যোগ্য আয় (disposable income বা DI) পাই,

$$DI = PI - T_D$$

ব্যক্তি তার ব্যয়যোগ্য আয়ের একাংশ সঞ্চয় (S) এবং অপরাংশ ভোগ করে, সুতরাং, ব্যয়যোগ্য আয় থেকে সঞ্চয় বাদ দিলে আমরা <u>ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (C) পাই</u>।

জাতীয় আয়সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নীচে সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হল;

$$GNP - D = NNP$$

$$NNP - T + S_U = NI$$

$$NI - (T_C + P_C + T_S) + T_R = PI$$

$$PI - T_D = DI$$

$DI - S = C$, S ও C হল যথাক্রমে সঞ্চয় ও ভোগ।

<u>জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা;</u>

জাতীয় আয়ের মাধ্যমে কোনো জাতির অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিস্তারিত পরিমাপ করা গেলেও ব্যবহারিক জগতে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রগুলি অসুবিধা আছে, এই অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ;

(i) নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির অভাব: ভারতের মতো

একাধিকবার গণনার সমস্যা: মোট জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণের সময় দেখতে হবে যে, একই দ্রব্য যেন একাধিকবার গণনা না করা হয়।

হস্তান্তর আয়ের সমস্যা: জাতীয় আয় পরিমাপের সময় হস্তান্তর আয় বাদ দেওয়া উচিত।

বাজার-বহির্ভূত দ্রব্যের অন্তর্ভুক্তির সমস্যা:

এমন অনেক অর্থনৈতিক কাজকারবার আছে যাদের আর্থিক মূল্য নিরূপণ করা দুষ্কর। যেমন, বাড়ির গৃহিণী, স্বামী, সন্তানাদির সেবামূলক কার্যাবলি ও বাগান পরিচর্যার কাজের দাম নির্ধারণ করা সম্ভব নয় বলে এগুলির মূল্য মোট জাতীয় উৎপন্নে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, কিন্তু উপর্যুক্ত কার্যাবলির জন্য যদি কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়, তাহলে ওই ব্যক্তির আয় জাতীয় আয়ের মধ্যে প্রবেশ করবে, এইভাবে সমস্যার সমাধান করলেও বাস্তবে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

দামস্তরের সমস্যা: বছরের পর বছর দামস্তর অপরিবর্তিত থাকলে মোট জাতীয় উৎপন্নের বৃদ্ধি প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেবে, কিন্তু এরকম হয় না, দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর যোগানে ঘাটতি কিংবা মুদ্রাস্ফীতির দরুন দ্রব্যসামগ্রীর দামে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়। উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও দামস্তর বেড়ে গেলে মোট জাতীয় উৎপন্ন বেড়ে যাবে, তাই চলতি বছরের দামের ভিত্তিতে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধির নির্দেশক নয়। এই কারণে জাতীয় আয় পরিমাপের হিসাবরক্ষকেরা দামস্তরের উঠানামা জাতীয় আয়ের হিসাবের সঙ্গে সংশোধন করেন, দামস্তরের উঠানামা অপসারণ করে আমরা পাই স্থির দামে মোট জাতীয় উৎপন্ন বা প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপন্ন।

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন সংকোচক (The GDP Deflator)

আর্থিক আয়ের সঙ্গে প্রকৃত আয়ের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে আমরা দামসূচক ব্যবহার করি, এই দামসূচক হল দামস্তরগুলির ভারিত গড়, সমগ্র দামস্তরের আর একটি পরিমাপ হল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন সংকোচক (GDP deflator), এটি হল আর্থিক মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন এবং প্রকৃত মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্ন-এর অনুপাত,

$$\text{GDP সংকোচক} = \frac{\text{আর্থিক GDP}}{\text{প্রকৃত GDP}}$$

Balance of Payment (লেনদেন ব্যালান্স)

আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের (IMF) নিয়ম অনুসারে প্রতিটি সদস্য দেশকে তার সমস্ত আন্তর্জাতিক লেনদেনের বাৎসরিক হিসাব সরকারিভাবে রাখতে হয়, একেই সাধারণত Balance of Payment বা BOP বলে, তবে ভালোভাবে বলতে গেলে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের যাবতীয় অর্থনৈতিক লেনদেনের বিবরণযুক্ত হিসাবকে ঐ দেশের লেনদেন ব্যালান্স (BOP) বলে। বিশদভাবে বলতে গেলে প্রথমত, অধিবাসী বলতে ব্যক্তিবিশেষ, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা ইত্যাদিকে বোঝায়, দ্বিতীয়ত: লেনদেনের হিসাবে যাবতীয় ধরনের দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর রপ্তানি ও আমদানি আসে হয় - যা সাধারণত দৃশ্য ও অদৃশ্য হয়, তৃতীয়ত নির্দিষ্ট সময় বলতে সাধারণত একটি বছরের হিসাবকে বোঝায়, এই লেনদেন হিসাবে একদিকে থাকে আমদানিজনিত লেনদেন যা হল ব্যয়ের হিসাব এবং অন্যদিকে রপ্তানিজনিত লেনদেন যা হল পাওনা বা আয়ের হিসাব, এই দেনা ও পাওনা সমান হলে লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য আছে বলা হয়।

কোন দেশ যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

Scanned with CamScanner

লিপ্ত হয় তখন বিদেশিদের যেমন অর্থ প্রদান করতে হয়, তেমনি তাদের কাছ থেকেও দেশের অর্থ পাওনা হয়, প্রতিটি দেশ অপরদেশের সঙ্গে এই বাণিজ্যিক লেনদেনের হিসাব রাখে ব্যালেন্স শিটের আকারে, একেই বলে লেনদেনের হিসাব, যেখানে একটি পাওনার অ্যাকাউন্ট এবং অপরটি দেনার অ্যাকাউন্ট থাকে, এই হিসাবে যাবতীয় লেনদেনকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে সেগুলিকে দুটি খাতে ভাগ করা হয় — (ক) চলতি খাত (current account) এবং (খ) মূলধনি খাত (capital account), নিম্নলিখিত তালিকাতে উদাহরণ সহযোগে তা বর্ণিত -

তালিকা 1 : লেনদেন হিসাবের বিভিন্ন উপাদান (কোটি টাকায়)

পাওনা (credits)	দেনা (Debits)
i) দৃশ্য রপ্তানি (দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি) - 400	v) দৃশ্য আমদানি (দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি) - 550
ii) অদৃশ্য রপ্তানি (সেবাকার্যের রপ্তানি) - 200	vi) অদৃশ্য আমদানি (সেবাকার্যের আমদানি) - 150
(iii) প্রতিদানহীন পাওনা (দান ইত্যাদি) - 100	vii) প্রতিদানহীন দেনা (দান ইত্যাদি) - 200
(iv) মূলধনি প্রাপ্তি (বিদেশির কাছ থেকে প্রাপ্ত ঋণের পারিতোষিকজনিত প্রাপ্তি বা বিদেশিদের কাছে সম্পত্তি বিক্রয় করে প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি) - 300	viii) মূলধনি দেনা (বিদেশিদের প্রদেয় ঋণ, দেশের ঋণ পারিতোষিক বা বিদেশিদের সম্পত্তি ক্রয়জনিত প্রদেয় অর্থ ইত্যাদি) - 100
মোট পাওনা - 1000	মোট দেনা 1000

আরও বলা চলে উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে লেনদেন ব্যালেন্সে দুটি মূল দফা আছে - (ক) বাণিজ্য দফা (খ) হস্তান্তর দফা, বাণিজ্য দফার অন্তর্গত লেনদেনগুলি হল যাবতীয় দ্রব্য ও সেবাজাত রপ্তানি ও আমদানি (অর্থাৎ i, (ii), (v), vi) এবং বাকি উপাদানগুলি (iii, iv, vii, viii) নিয়ে গঠিত হয় হস্তান্তর দফা, হস্তান্তর

দফার অন্তর্ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত হয় — প্রাতিষ্ঠানহীন হস্তান্তর এবং মূলধনি হস্তান্তর উপাদান, যা একতরফা হস্তান্তর (iii এবং vii উপাদান) এবং মূলধনি হস্তান্তর (iv ও viii উপাদান)।

এখন লেনদেন হিসাবের চলতি খাতের এবং মূলধনি খাতের লেনদেনের বিবরণ নিচে নিম্নে আলোচিত হল, —

মূলধনি খাতের লেনদেনসমূহ:

লেনদেন ব্যালেন্সের দ্বিতীয় অংশে মূলধনি খাতের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, ভারতীয় বিশ্বের আন্তর্জাতিক লেনদেন, দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর মাধ্যমে সংঘটিত হয় না, বিভিন্ন বিশ্বের আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিনিয়োগের ফলে ও অর্থের আগমন ও বহির্গমন ঘটে থাকে, এই ধরনের সমস্ত লেনদেন মূলধনি খাতের লেনদেনের হিসাবে ধরা হয়, এটি স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন হতে পারে, এবং তা রপ্তানি ও আমদানির মাধ্যমে সংঘটিত হয়, অর্থাৎ অনাবাসিক স্থায়ী বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে দেশীয় মূলধনের বিদেশি বিনিয়োগে ও দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি মূলধনের বিনিয়োগকে দীর্ঘকালীন মূলধনের খাতে ধরা হয়, মনে করি, কোনো বিদেশী কোম্পানি কোনো একটি ভারতীয় শিল্প কিনে নিল, এটি মূলধনের আমদানি হিসাবে গণ্য করা হয়, অনুরূপভাবে, কোনো ভারতীয় অধিবাসী বিদেশি রাষ্ট্রে বিনিয়োগ করেন, তবে তা মূলধনের রপ্তানি হিসাবে গণ্য হয় এবং তা দেনার খাতে ধরা হয়, সুতরাং ভারত দৃশ্য ও অদৃশ্য দ্রব্য রপ্তানি করে এবং মূলধনের আমদানি করে বিদেশি মুদ্রা অর্জন করে, আবার ভারত বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্য আমদানি করে এবং মূলধনের রপ্তানি করে উপার্জিত বিদেশি মুদ্রা ব্যয় করে।

চলতি খাতের লেনদেনসমূহ:

লেনদেন ব্যালেন্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণের প্রথম অংশে চলতি খাতের বিষয়গুলি

অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এমনকি সর্বক্ষেত্রে তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে-

প্রথমত: দৃশ্য খাতের লেনদেন: লেনদেন ব্যালেন্সের দৃশ্য খাতের লেনদেনের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে বিদেশিদের জন্যে দেশীয় দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি এবং দেশের ভিতর বিদেশী দ্রব্যের আমদানি, সংক্ষেপে দৃশ্য রপ্তানি ও দৃশ্য আমদানি, এই দুটির পার্থক্যকে দৃশ্য বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত (balance of visible trade) বলে, এটি কখনও ধনাত্মক (উদ্বৃত্ত) ও কখনও ঋণাত্মক (ঘাটতি) হতে পারে,

দ্বিতীয়ত: অদৃশ্য খাতের লেনদেন: এর মধ্যে রয়েছে বিদেশীদের জন্যে দেশীয় সেবাসমূহের রপ্তানি এবং দেশের ভেতরে বিদেশী সেবাসমূহের আমদানি, সংক্ষেপে অদৃশ্য রপ্তানি ও অদৃশ্য আমদানি, এদের পার্থক্যকে অদৃশ্য বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত (balance of invisible trade) বলে, এটিও ধনাত্মক (উদ্বৃত্ত) এবং ঋণাত্মক (ঘাটতি) হতে পারে,

তৃতীয়: প্রতিদানহীন দেনাপাওনা: এই ধরনের লেনদেনকে বিনিময়হীন লেনদেন বলে, কারণ এক্ষেত্রে বিদেশীদের কাছে থেকে দেশের একমুখী বা একতরফা মূলধনের পাওনা থাকে, এবং এদেশের তরফ থেকে বিদেশীদের কাছেও একমুখী বা একতরফা মূলধনের দেনা থাকে,

সুতরাং একথা বলা চলে লেনদেন ব্যালান্সের চলতি খাতে সেই সমস্ত লেনদেন ব্যালান্সের চলতি খাতে সেই সমস্ত লেনদেনই দেখানো হয় যা দেশের জাতীয় আয়ের হিসাবকে প্রভাবিত করে, অপরদিকে মূলধনি খাতের লেনদেন সেই সমস্ত লেনদেন, যা দেশের সম্পদকে প্রভাবিত করে, এই ধরনের লেনদেন ভবিষ্যত সময়ের, বর্তমান বছরের নয়, তাই এটি জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করে না,

দামসূচক (Price Indices)

আর্থিক জাতীয় আয়ের সঙ্গে প্রকৃত জাতীয় আয়ের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে দামসূচক (Price Indices) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই দামসূচক হল বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর দামস্তরগুলির একটি গড়, যদি বছরের পর বছর দামস্তর অপরিবর্তিত থাকে তাহলে মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেবে, কিন্তু সাধারণত এমনটি ঘটে না, কারণ মুদ্রাস্ফীতির কারণ দ্রব্যসামগ্রীর দামের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দেয়, তাই উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় আয় বেড়ে যায়, এই ত্রুটি দূর করার জন্য দামসূচক সংখ্যার ব্যবহার করেন, এই দামস্তরের সূচক সংখ্যার সাহায্যে প্রকৃত মোট জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়, চলতি বছরের দামস্তরে মোট জাতীয় আয়কে ভিত্তি বছরের দামস্তরের সূচকসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়,